আমলা যখন রিয়েল হিরো…

মুজিবনগরের হিরো খ্যাত উসমান গনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই যোগদান করেন। সৎ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ইতোমধ্যে মন জয় করেছেন সবার।

করোনা মোকাবেলায় ওসমান গনির নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশব্যাপী বেশ সাড়া ফেলেছিল। মুজিবনগর থেকে সৃষ্টি বক্স সেপ হাট সারা দেশের মডেল। প্রধানমন্ত্রীও তার বক্স সেপ হাটের প্রশংসা করেছেন।

এছাড়াও করোনা প্রতিরোধে দিনরাত পরিশ্রম করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। তার প্রচেষ্টায় এখনো পর্যন্ত দেশের অন্যান্য উপজেলার মধ্যে মুজিবনগরে করোনা রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। ঝিনাইদহে কর্মরত থাকাকালে খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ ইউএনওর খেতাব পান তিনি।

করোনাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থেকেছেন সাধারণ জনগনের পাশে। মুজিবনগরের নির্বাহী অফিসার হিসেবে সাধারণ মানুষের ভরসার স্থান হিসেবে ছিলেন তিনি।

সম্প্রতি গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদন্নতি পেয়েছেন। উসমান গনির বিদায় মুজিবনগরের মানুষের সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয়বিদারক। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আফসোস প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

একজন ইউএনও হিসেবে অফিসিয়াল কর্মকাণ্ডের বাইরে মানবিক বোধ সমপন্ন তিনি অনেক কাজ করেছেন। এতে অনেক অসহায়ের ভাগ্য বদলেছে। একজনকে গাঁজা খাওয়ার অপরাধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যেমে সাজা দিতে গিয়ে সাজার পরিবর্তে দিয়ে এসেছেন ঘর। একজন শিক্ষানুরাগী হিসেবে তার অবদান বেশ। তিনি মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামের একজন প্রতিবন্ধি মানুষের মেয়ের লেখা পড়ার খরচের ব্যবস্থা করেছেন।

মেয়ের বাবা রতনপুর গ্রামের মাইকেল মন্ডল জনান, আমার মেয়ে মেঘলা মন্ডল। সে এবার বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাইন্স থেকে (এ+) পেয়েছে। আমার মেয়ের স্বপ্ন সে একদিন অনেক বড় হয়ে আমাদের কষ্ট ঘুচাবে। কিন্তু আমি একজন প্রতিবন্ধি মানুষ হয়ে আমার মেয়ের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারছিলাম না। তাই আমার মেয়েকে নিয়ে একদিন ইউএনও স্যারের কাছে গিয়েছিলাম।

তিনি আমার ঘটনা শোনার পর আমার মেয়ের পুরো পরাশুনার দায়িত্ব নেন। যেটা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। তবে তিনার বিদায়ের কথা শুনে খুব কষ্ট লাগছে। তবে সব সময় দোয়া করবো তিনি যেখানেই থাকুক তিনি ভালো থাকুক।

ঘর পাওয়া ইসলাম শেখ (বিহারী) জানান, আমাকে কোন এক কারণে ইউএনও স্যার জরিমানা করতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি আমার ঘরবাড়ি দেখে তিনার মানবতার দিক থেকে আমাকে সাজা না দিয়ে একটি ঘরের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছেন। ইউএনও স্যারের মত লোক হয় না।

গৌরীনগর গ্রামের স্কুল শিক্ষার্থী ও মুজিবনগর কোভিট-১৯ ভলেন্টায়ার সদস্য সাবিরিন রহমান জানান, উসমান গনি স্যারের মত একজন একটিভ অফিসার এর আগে দেখিনি। তিনি কখনো অলস্য দেখান নি। স্যারের কাছে যে কোন সমস্যা নিয়ে গেলে তিনি সাথে সাথেই সেই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন।

তাছাড়া আমি ভলেন্টিয়ার হিসাবে স্যারের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। যে কোন প্রয়োজনে স্যার আমাদের সব সময় সহযোগীতা করে এসেছেন। মুজিবনগরের মত জায়গায় এমন একজন একটিভ অফিসার থাকায় মুজিবনগর আগের থেকে অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে স্যারের বদলির খবর শুনে খুব খারাপ লাগছে।

মুজিবনগর উপজেলার অনেকেই জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মুজিবনগরের মানুষের জন্য যা করেছেন এর আগের কোন ইউএনওকে এরকম ভাবে কাজ করতে দেখিনি। তিনি সাধারণ মানুষকে পড়তে পারতেন । এটি তার অনেক বড় গুন। উসমান গনি স্যারের মত একজন সৎ অফিসার পাওয়া সত্যিই একটা ভাগ্যের ব্যাপার। স্যার মুজিবনগর থেকে চলে গেলে আমার একজন ভালো অভিভাবক হারাবো। তার কাজ কর্ম মুজিবনগরের জন্য একটি স্মৃতি হয়ে থাকবে।

মুজিবনগরের হাজারো মানুষকে কাদিয়ে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনির অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, স্বাধীনতার সৃতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগরের মত জায়গায় চাকুরী করা একটি ভাগ্যের ব্যাপার। আমি এই জায়গায় একজন ইউএনও হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

মুজিবনগরের মানুষ, জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিক সহ সকলেই অনেক ভালো। তারা সকলেই আমাকে সবসময় সহযোগীতা করে এসেছি। সবচেয়ে বড় গর্ভের

বিষয় হলো মেহেরপুর জেলায় একজন প্রতিমন্ত্রী আছেন। যিনি মন্ত্রালয়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্বে আছেন। তিনি সব সময় মুজিবনগরের উন্নয়নের কথা ভাবেন। সব সময় ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ভালো কাজ করার মত একটি সুন্দর পরিবেশ তিনি তৈরি করে দিয়েছেন।

এখানে চাকুরী করতে এসে এখানকার মানুষের জন্য আমার মনে অন্য ধরণের একটি মায়া জন্মে গেছে। সকলকে ছেড়ে, মুজিবনগর ছেড়ে চলে যেতে আমারো খারাপ লাগছে। তবে একজন সরকারি চাকুরীজীবী সারাজীবন এক জায়গায় থাকতে পারে না। সরকারের নিতিমালা অনুযায়ী সকলকেই বদলি হতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৫

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে নবীছদ্দিন (৬৩) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। নিহত নবীছদ্দিন সদর উপজেলার উকতো গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সর্দি, কাশি, জ¦রে ভুগছিলেন।

এদিকে বুধবার চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে ২৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৫৮০ জন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, উকতো গ্রামের নবীছদ্দিন বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সর্দি, কাশি, জ¦রে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আসেন।

শ^◌াসকষ্টসহ করোনা উপসর্গ থাকায় তাকে আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি রাখা হয়। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মারা যান তিনি। করোনা উপসর্গ

নিয়ে মারা যাওয়ার তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

ডা. শামীম কবির আরো জানান, নবীছদ্দিন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়ায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাফনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এদিকে, বুধবার রাতে আসা করোনা পরীক্ষার প্রতিবেদনে ২৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৭ জন, আলমডাঙ্গায় ৬ জন এবং দামুড়হুদায় ২ জন আছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ৫৮০ জন।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শেখপাড়ার ১ জন, জ¦◌ীনতলাপাড়ার ১ জন, ঝিনাইদহ পুরাতন বাসস্ট্যান্ড ১ জন, ফেরীঘাট রোড ১ জন, কোর্টপাড়া ৩ জন, ঈদগাহ পাড়া ১ জন, বাগানপাড়া ১ জন, গোরস্তান পাড়া ১ জন, সাদেক আলী মল্লিক পাড়া ২ জন, নওদাবন্দ বিল ১ জন, দৌলতদিয়াড় ২ জন, গোপালনগর ১ জন, সিভিল সার্জন অফিস ১ জন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ১ জন, পাথিলা ১ জন, পুরাতন বাজার ১ জন, ভাঙ্গাবাড়িয়া ১ জন, বাবু পাড়া ১ জন, কলেজপাড়া ১ জন এবং দামুড়হুদা উপজেলা দর্শনার ২ জন।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ ২ জন আটক

মেহেরপুরে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে এস আই তরিকুল ইসলামের নেতৃত্ব অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার দক্ষিণ শাকিলা গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মমতাজ আলীর ছেলে জালাল উদ্দীন ওরফে জ্বালা, যাদবপুর গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে গোলাম কিবরিয়া ওরফে ছোট বাবু।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের

ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসয়াীকে আটক করেছে। আটকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাজদার আলী
(৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

বুধবার বিকালে গাংনী- হিজলবাড়িয়া সড়কের আকমলের ইটভাটা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাজদার আলী হিজলবাড়িয়া গ্রামের মৃত জাকির আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সাজদার আলী একই গ্রামের সাহাজুল ইসলামকে সাথে নিয়ে মোটর সাইকেল যোগে গাংনীতে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে দুজনেই আহত হয়। পরে আহতদের উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোটরসাইকেল চালক সাজদার আলী কে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী হাসপাতালে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সাজদার আলী কে গাংনী হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বেই মৃত্যু হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল খালেক জানান, সাজদার আলী মোটরসাইকেল ক্রয় করতে গাংনীতে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, সাজদার আলী সম্প্রতি মোটরসাইকেল চালানো শিখেছে। খুব ভালো চালাতে না পারলেও মোটরসাইকেল নিয়ে গাংনীতে আসার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে নিহত হয় সে। কারোর অভিযোগ না থাকায় সাজদার আলীর লাশ ময়না তদন্ত ছাড়াই লাশ দাফন করেছে তার পরিবারের সদস্যরা।

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ১১ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ও তার স্ত্রী সহ জেলায় ১১জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

বুধবার রাত ১০ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৫ জন। মৃত ৭ ও সুস্থ ৯৭ জন।

আক্রান্তদের মধ্যে গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক হামিদুল ইসলাম,তার স্ত্রী মুর্শিদা মল্লিক,কাজিপুর চেয়ারম্যান পাড়ার এনামুল ইসলাম,কাজিপুর ১ নং ওয়ার্ড এলাকার মুন্নি খাতুন,আমিনুল ইসলাম ও রাইপুর ইউপির হেমায়েতপুর বাজার পাড়ার ইসমাইল হোসেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ফার্মাসিস্টের মেয়ে ওয়াপদা পাড়ার অঞ্জনা হেলেনা ছেলে আশিক ও মেয়ে হাপসা ও সহ মুজিবনগরের গোপালনগরের আবুল কালাম ও রামনগর গ্রামের হাফিজুল ইসলাম।

সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে মেহেরপুর জেলার ২৪ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে এর মধ্যে ১১ জন করোনা পজেটিভ। আক্রান্তরা নিজ বাড়িতে থেকে চিকিৎসা সেবা নেবেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান,স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে করোনা আক্রান্তদের খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। এছাড়া আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সচেতনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। করোনায় আতংকিত না হয়ে সচেতন হওয়ার আহবান জানিয়ে সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হোসেন, তন্ময় হাসান রাজ, আয়েসা খাতুন প্রমুখ।

জীবননগরে দুই কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

জীবননগরে দুই কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নিদেশে জীবননগর থানার এ এস আই কামররুজ্জামান, এ এস আই হাবিব সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে নারায়নপুর গ্রামে অভিযান চালায়।

এ সময় নারায়নপুর গ্রামের মজনুর রহমানের ছেলে শাহ আলম কিরন (২৫) এবং একই গ্রামের মৃত নেয়ামত মন্ডলের ছেলে বশির উদ্দিন বছেরকে আটক করে।

এ সময় তাদেও কাছ থেকে ২ কেজি গাঁজা ও গাঁজা বিক্রি করার নগদ ২ হাজার ২’শ টাকা পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

জীবননগরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মননা ও দরিদ্রদের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

জীবননগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মননা স্বারক ও এতিম অস্বচ্ছল দরিদ্রদের ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের

গোয়ালপাড়া স্বপ্ন ছোয়া সংগঠনের উদ্যোগে এ সম্মননা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

স্বপ্ন ছোয়া সংগঠনের সভাপতি সাইফুল রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সম্মননা স্বারক ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ময়েন উদ্দিন মঈন, উপজেলা সমাজ সেবা

অফিসার মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্মত আলী, হায়দার আলী, সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, মিথুন মাহমুদ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচলান করেন সীমান্ত ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক সেকেন্দার আলী।

কুষ্টিয়ায় অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া নেই

করোনার বিস্তার রোধে কুষ্টিয়ায় এ বছর অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট চালু করেছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন। ঈদুল আজহার বাকি রয়েছে আর মাত্র দুদিন।

তবে অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া কম পাওয়ায় হাটের দিকে ঝুঁকছেন খামারিরা। অনলাইনে সাড়া না পেয়ে কেউ কেউ তাদের বিক্রয়যোগ্য গরু নিয়ে গেছেন ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানা যায়, এবার ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ নামে ফেসবুকে একটি পেজ খোলা হয়েছে। সেখানে খামারিদের বিক্রয়যোগ্য পশুর ছবি, সম্ভাব্য ওজন, বিক্রেতার নাম-ঠিকানাসহ পোস্ট করার অনুরোধ করা হয়েছে।

হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন। এ ছাড়াও খামারিদের কৃমিনাশক ট্যবলেট এবং ভিটামিন দেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি গরু পালনের উৎপাদন খরচ কমিয়ে কিভাবে কৃষককে লাভবান করা যায়। কিভাবে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রেখে মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন সে বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করছি।

ডাক্তার মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, হাটে যাতে অসুস্থ গরু ক্রয়-বিক্রয় না হয় সেদিকে নজরদারি করা হচ্ছে। এবার হাটে ১১টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন জানান, কুষ্টিয়াতে কোরবানিকে টার্গেট করে ব্যাপক গবাদিপশু লালনপালন করা হয়ে থাকে। করোনার এই সময়ে হাটে না গিয়ে ঘরে বসে গরু কিনতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট নামে একটি পেজ খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তবে তিনি স্বীকার করেন, এই অনলাইন পেজে ক্রেতাদের এখনও সাড়া কম।